ইউনিট ৭: বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়া
Development Process in Bangladesh

ভূমিকা

উন্নয়ন একটি অবিরত প্রক্রিয়া। একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তনকে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেওয়ার মতো সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু মৃত্যু, নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রম অন্যতম।

এ ইউনিটের পাঠসমূহকে চারটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠগুলো হলো–

পাঠ - ৭.১ জাতীয় উন্নয়ন: পরিকল্পনা, প্রক্রিয়া, ভূমিকা এবং দায়িত্ব
- (ক) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
- (খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়
- (গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
- (ঘ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
- (ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
- (চ) জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল

পাঠ - ৭.২ শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয়

পাঠ - ৭.৩ বর্তমান উন্নয়ন উদ্যোগসমূহ: প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ

পাঠ - ৭.৪ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রস্তাব ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

পাঠ ৭.১: জাতীয় উন্নয়নঃ পরিকল্পনা, প্রক্রিয়া, ভূমিকা এবং দায়িত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাতীয় উন্নয়ন সম্বন্ধীয় সামগ্রিক ধারণা উল্লেখ করতে পারবেন;
- জাতীয় উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া উল্লেখ করতে পারবেন;
- জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে গৃহীত নীতিমালা উল্লেখ করতে পারবেন;
- জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- জাতীয় উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

জাতীয় উন্নয়ন

– National Development refers to the ability of a nation to improve the lives of its citizens.
– National Development means the process of increasing the nation or countries to improve the social welfare of the people by providing social amenities.

অর্থাৎ

– জাতীয় উন্নয়ন হল একটি দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সার্বিক সামর্থ অর্জনে সহায়তা করা।

– এটি একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক সকল প্রকার সাহায্য ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করণের মাধ্যমে একটি দেশ বা জাতীর উন্নয়ন নিশ্চিত করা হয়।

জাতীয় উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া

সমাজে যে কোন কাজ সুসম্পন্ন করতে একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা ব্যতীত কোন কাজই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসেবে যে কোন পদক্ষেপ সুষ্ঠভাবে ও সাংগঠনিক উপায়ে সম্পন্ন করতে পরিকল্পনা অপরিহার্য। সুতরাং পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

টেরি (Terry)-এর মতে– পরিকল্পনা হলো যে কোন কাজের পরবর্তী চাহিদার গঠনমূলক পর্যালোচনা, যেন নির্ধারিত লক্ষ্যের সাহায্যে কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্যবিধান করা যায়। যার মাধ্যমে কাজটির উদ্দেশ্যে পৌঁছানো প্রত্যাশা করা যায়।

ওয়াল্টার (Walter)-এর মতে– পরিকল্পনা হচ্ছে পূর্ব চিন্তা, চিন্তার বিকাশ, চিন্তার প্রকাশ এবং চিন্তাধারা যার মধ্যে রয়েছে কী করতে ও কেন করতে হবে তার পূর্ব চিন্তা এবং কাজের গতি ও পদ্ধতির চিন্তাধারা।

ট্রাকার (Tracker)-এর মতে– পরিকল্পনা হলো লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কৌশল ও দায়িত্ব সম্পন্ন করার পূর্বে তাদের সংগঠন, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির অনুধাবন, ব্যাখ্যাকরণ ও প্রস্তুতি গ্রহণ।

অতঃএব এসব সংজ্ঞার আলোকে সাধারণভাবে বলা যায় যে, কোন কর্মসূচি শুরুর পূর্বে কতকগুলো কর্মসূচি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ধাপ, জনবল, সময়, অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক আগাম ধারণা গ্রহণ করাই হল **''পরিকল্পনা''**।

সুতরাং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় আবার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক। যেমন-

- একটি কর্তৃপক্ষ
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ
- লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
- নির্দিষ্ট সময়সীমা
- সম্পদ আহরণ
- সম্পদ বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা
- সুশৃঙ্খল কর্ম প্রচেষ্টা
- বাস্তবায়ন কৌশল
- পরিবীক্ষণ ও ফলাবর্তন

উন্নয়ন কার্যক্রমে গৃহীত নীতিমালা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া অনুসৃত যে কোন উন্নয়ন বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা আবশ্যক। যেমন–

- লক্ষ্য অর্জন এবং এর উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করা;
- সম্পদের প্রয়োজনের পরিমাণ সার্বিকভাবে নিরূপণ করা;
- প্রাপ্ত সম্পদ ও সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- প্রয়োজনীয় কাজ চিহ্নিত করা;
- সকল কাজে একটি কাঙ্ক্ষিত গতি সঞ্চার করা;
- সর্বাত্মক গুরুত্বপূর্ণ বা মূল কাজ সম্পাদনে অগ্রাধিকার দেওয়া;
- প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেককে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ও অবহিতকরণ এবং নির্দেশনা প্রদান;
- প্রতিষ্ঠানের সকলকে সময়সূচি মেনে চলতে বাধ্য করা;
- উদ্বৃত্ত সম্পদ অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করা;;
- সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা
- সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখা।

পাঠ-৭.১(ক) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সকল উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের পরিকল্পনা করে থাকে। এ পরিকল্পনা কমিশনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অর্জনের জন্য ক্ষেত্র নির্ধারণ। যেমন–

নীতিমালা প্রণয়ন পরিকল্পনা (Policy Planning): সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী সামাজিক উন্নয়নের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।

ক্ষেত্র নির্বাচনের পরিকল্পনা (Sectoral Planning): ক্ষেত্র নির্বাচন এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।

কর্মসূচি প্রণয়ন পরিকল্পনা (Program Planning): দক্ষ মানবসম্পদ, বস্তুগত সম্পদ ও আর্থিক সম্পদ।

প্রকল্প প্রণয়ন পরিকল্পনা (Project Planning): বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রকল্প গ্রহণ।

মূল্যায়ন পরিকল্পনা (Evaluation): জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্য বিবেচনায় এনে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের সার্থকতা বিশ্লেষণ করা।

পরিকল্পনা কমিশনের গঠন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন নিম্নরূপে গঠন করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান	–	প্রধানমন্ত্রী
ভাইস চেয়ারম্যান	–	পরিকল্পনা মন্ত্রী
সদস্য	–	কমিশনের সদস্যবৃন্দ
সদস্য সচিব	–	সচিব (পরিকল্পনা বিভাগ)

পরিকল্পনা কমিশনের কার্যপরিধি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত পরিকল্পনা কমিশনের জন্য নির্ধারিত কার্যাবলি।

চেয়ারপার্সন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সভায় নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পন্ন করা হবে–

- দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা
- জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ
- স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও হালনাগাদের নির্দেশনা প্রদান।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি ও কৌশলগত বিষয়াবলি সম্পর্কে আন্তঃমন্ত্রণালয় মতপার্থক্য দূরীকরণ।

এছাড়া কমিশনের বর্ধিত সভার মাধ্যমে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণকে সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

– সচিব (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ)
– সচিব (অর্থ বিভাগ)

- সচিব (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ)
- সচিব (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ)

এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃমন্ত্রণালয় মতামতের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত থাকেন।

পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগসমূহ

- সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
- কার্যক্রম বিভাগ
- আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
- কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ
- শিল্প ও শক্তি বিভাগ
- ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

কার্যপরিধি

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিভাগ প্রয়োজনের নিরিখে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন, তাত্ত্বিক কাঠামো প্রণয়ন, কর্মসূচির আকার নির্ধারণ, খাতওয়ারী সম্পদ বণ্টন, কর্মসূচির সংশোধন, বিশ্লেষণ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

এছাড়াও বার্ষিক উন্নয়ন বাস্তবায়ন পর্যালোচনার পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ, সাহায্য উপযোগী প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে থাকেন।

এছাড়া–

- বিভিন্ন সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বিভিন্ন উপ-খাতের অগ্রাধিকার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং কর্মকৌশল প্রণয়ন;
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে কার্যাবলি সম্পাদন ও সুপারিশ প্রণয়ন;
- সময়ে সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও অর্জিত অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;
- প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;
- অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষে প্রজেক্ট প্রোফাইল (PP) প্রণয়ন;
- সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ এর উপর আলোচনা ও সমাধানের পন্থা নির্ধারণ;
- বৈদেশিক সাহায্য চুক্তি ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রতিনিধিত্বকরণ;
- প্রাক-একনেক/আন্তঃমন্ত্রণালয় ও মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং প্রকল্প বিবেচনার জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন;
- অবকাঠামো উন্নয়নসহ প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, কর্মকৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োজনে গবেষণা পরিচালনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ (ক)

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জাতীয় উন্নয়ন বলতে বোঝায়–
   ক. দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নকে
   খ. সামাজিক সকল সুবিধা ভোগ করা
   গ. এটি একটি প্রক্রিয়া
   ঘ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হওয়া

২. পরিকল্পনা বলতে বোঝায়?
   ক. সাংগঠনিকভাবে কাজ করতে পারা
   খ. চাহিদার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা
   গ. কাজের গতি বৃদ্ধি করা
   ঘ. পূর্ব চিন্তা, চিন্তার বিকাশ, চিন্তার প্রকাশ ও পদ্ধতির মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন

৩. পরিকল্পনা কমিশনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য–
   ক. পরিকল্পনা প্রণয়ন
   খ. সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নির্ধারণ
   গ. যে কোন কার্য অর্জনের জন্য ক্ষেত্র নির্ধারণ
   ঘ. দক্ষ মানব সম্পদ

৪. পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান হচ্ছেন–
   ক. রাষ্ট্রপতি
   খ. পরিকল্পনা কমিশনের সচিব
   গ. পরিকল্পনা মন্ত্রী
   ঘ. প্রধান মন্ত্রী

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ, ৩. খ, গ, ৪. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিকল্পনা কমিশনের গঠন উল্লেখ করুন।
২. পরিকল্পনা কমিশনের কার্যপরিধি বর্ণনা করুন?
৩. জাতীয় উন্নয়নের কয়েকটি সংজ্ঞা দিন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় উন্নয়নে সাফল্য অর্জনে গৃহীত নীতিমালাগুলো লিখুন।
২. জাতীয় উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম লিখুন।
৩. পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ উল্লেখপূর্বক এদের কার্যপরিধি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ- ৭.১ (খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় (MOE)

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনের কাঠামোগত সর্বোচ্চ পর্যায়ে সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এছাড়া অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ যা অইন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত রূপরেখায় বাস্তবায়িত হবে তাও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঠামোতে রয়েছে একটি পরিকল্পনা কোষ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো। এদের সহায়তায় বিভিন্ন অঙ্গ, অধিদপ্তর, স্বতন্ত্র অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ প্রশাসনিক দপ্তর। জন প্রতিনিধি হিসেবে যার প্রধান নির্বাহী হলেন শিক্ষামন্ত্রী। তবে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের নির্বাহী প্রধান হলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব। এছাড়া প্রশাসনিক কাজে সার্বিক সহযোগিতায় নিয়োজিত রয়েছেন শিক্ষা সচিব, অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব, যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব, উর্ধ্বতন সহকারী সচিব, সহকারী সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত এবং প্রণীত নীতিমালা ও আদেশসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে এর অধীনস্থ দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান, স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, জেলা, উপজেলা অফিস ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে রয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কারণে মন্ত্রীর অবস্থান অস্থায়ী বা সাময়িক। কাজেই মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের একটি স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে যার প্রধান হলেন সচিব। সার্বিক সহায়তায় রয়েছেন একজন অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব এবং সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিববৃন্দ।

কাঠামোগত অবস্থানের কারণে আমাদের দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি এবং কেন্দ্রীভূত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঠামো

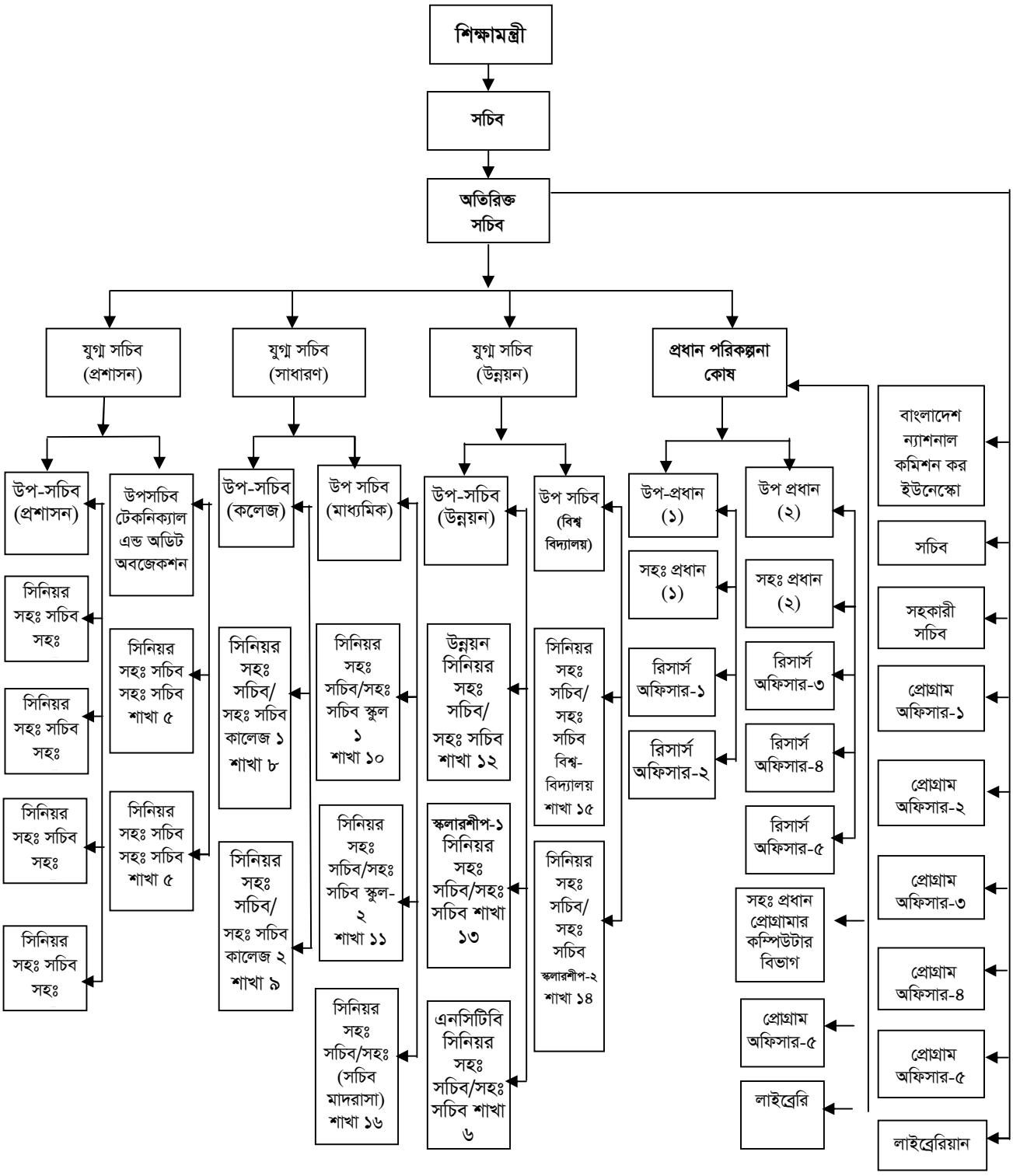

ছক: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঠামো

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

১৯৭৫ সালে সরকার কর্তৃক প্রণীত কর্মসূচি- ১ অনুযায়ী এবং পরবর্তীকালের সংশোধনী অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি নিচে প্রদত্ত হল:

১. শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, বিধি ও প্রবিধি জারিকরণ;
২. শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
৩. জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং মঞ্জুরীর জন্য শর্তাবলি নির্ধারণ;
৪. সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগবিধি প্রণয়ন;
৫. ক্যাডার ও নন-ক্যাডারভুক্ত শিক্ষক কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শাস্তি বা অবসর প্রদান;
৬. নিয়োগ বিধি প্রণয়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে পরামর্শকরণ;
৭. শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতার স্কেল নির্ধারণ;
৮. চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণ;
৯. শিক্ষক-কর্মকর্তাদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
১০. শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ;
১১. শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় কমিশন ও কমিটি গঠন;
১২. শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অনুমোদন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৩. শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ;
১৪. কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরষ্কার প্রদান;
১৫. শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য শিক্ষক ও অন্যান্যদের পুরস্কার প্রদান;
১৬. শিক্ষাক্রম প্রণয়নের নীতিমালা নির্ধারণ এবং শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন;
১৭. শিক্ষার্থীদের বিদেশে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং প্রয়োজনে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
১৮. বিদেশে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা;
১৯. বিভিন্ন দেশের ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেটের তুল্যতা নির্ধারণ;
২০. বিভিন্ন দেশের সাথে 'শিক্ষা বিনিময়' কার্যক্রম প্রতিষ্ঠাকরণ;
২১. জাতীয় শিক্ষা বাজেট প্রণয়ন এবং বিভাগ, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দকরণ;
২২. উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদান ও প্রার্থীর ছুটি মঞ্জুরকরণ;
২৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও কার্যালয়ের কার্যক্রম অনুমোদন এবং তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
২৪. জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ এবং যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ করা;
২৫. জাতীয় পর্যায়ের সকল স্তরে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
২৬. শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সমন্বয় সাধন করা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক দপ্তরসমূহ

সদর দপ্তর

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় (MoE)

অধিদপ্তর (Directorate)

- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (DPE)
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (DSHE)
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (EED)
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (DIA)

পরিদপ্তর

- বিভাগীয় শহর কিংবা বৃহৎ জেলা শহরে প্রতিষ্ঠিত মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহ

সংযুক্ত পরিদপ্তর

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)
- শিক্ষা বোর্ড (BISE)
- বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য এবং পরিসংখ্যান ব্যুরো (BANBEIS)

স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান

- নায়েম (NAEM)

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান

- সকল বিশ্ববিদ্যালয় (পাবলিক ও প্রাইভেট)
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC)
- সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ (খ)

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর শীর্ষে কে অবস্থান করেন?
২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক দপ্তরগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোটি উল্লেখ করুন।
২. বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক দপ্তরসমূহের তালিকা উল্লেখপূর্বক কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ-৭.১(গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) (DSHE)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরেই শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অধঃস্তন সংগঠনসমূহের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর একটি বৃহত্তর নির্বাহী সংগঠন, মাউশি মূলত কেন্দ্রিয় পর্যায়ের একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিষয়ক নীতি ও সিদ্ধান্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে থাকে। এ কারণে এ প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ১৮৫৪ সালের উডস এডুকেশন ডেসপ্যাচের সুপারিশের ভিত্তিতে জনশিক্ষা পরিচালক বা ডি.পি.আই. অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অধিদপ্তরের গোড়াপত্তন হয়। কালক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থার মধ্য দিয়ে ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে একে পুনর্গঠিত করা হয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রাধীনে ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সৃষ্টির পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী এদেশে জনসংখ্যার আধিক্যের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছে। এছাড়া বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগ, বেতন নির্ধারণ, সরকারি অনুদান বণ্টন ইত্যাদি এ অধিদপ্তরের উপর বর্তায়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কাঠামো

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হলেন– মহাপরিচালক। তাঁর অধীনে এ অধিদপ্তরের চারটি প্রধান শাখা রয়েছে। যেমন–

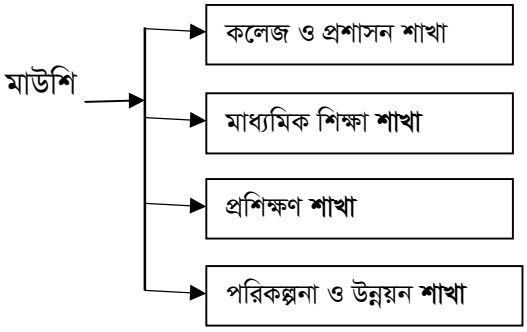

প্রতিটি শাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন পরিচালক। এছাড়া শারীরিক শিক্ষা নামে আরেকটি শাখা রয়েছে যার প্রধান হলেন একজন উপ-পরিচালক।

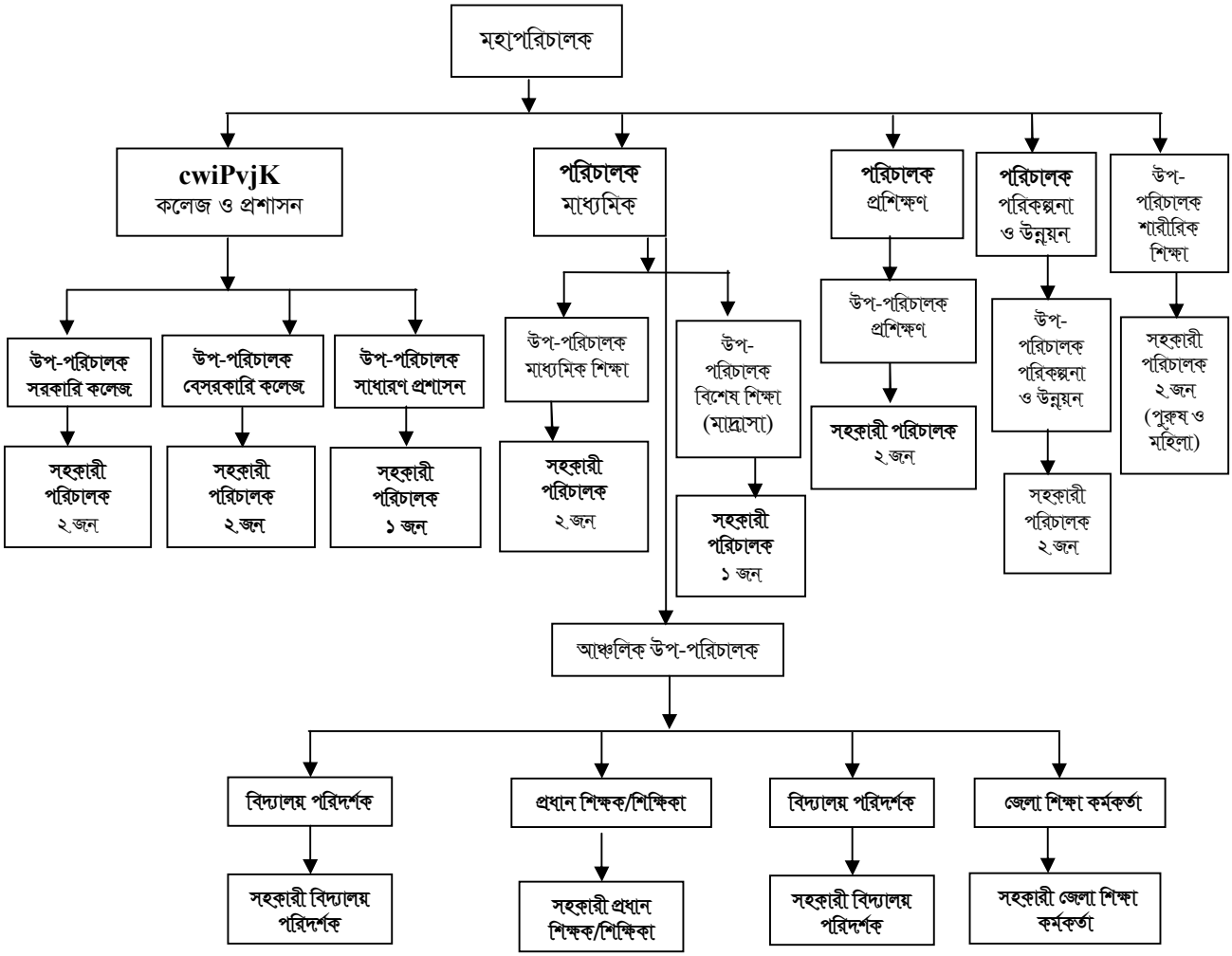

চিত্র: মাউশি-এর প্রশাসনিক কাঠামো

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- ❖ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা বাস্তবায়ন;
- ❖ দেশের সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক সরকারি নীতি প্রণয়নে সরকারকে তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান;
- ❖ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান;
- ❖ শিক্ষা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;
- ❖ শিক্ষার গুণগতমান বজায় ও সংরক্ষণ;
- ❖ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের বিষয় নির্ধারণ;
- ❖ রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন, হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষণ;
- ❖ শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ❖ শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অবসর, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম সম্পাদন;

- ❖ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা;
- ❖ যে কোন সরকারি সিদ্ধান্ত এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ❖ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্যাবলি সরবরাহ;
- ❖ শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা;
- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা;
- ❖ সর্বক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ (গ)

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জাতীয় উন্নয়ন বলতে–
   ক. শিক্ষিত জনগণকে বোঝায়
   খ. জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকে বোঝায়
   গ. জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতাকে বোঝায়
   ঘ. উপরের সবকয়টিকে বোঝায়

২. প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট সমস্যা সমাধান করেন–
   ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
   খ. আঞ্চলিক উপ–আঞ্চলিক
   গ. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

৩. মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কাজ
   ক. শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা
   খ. শিক্ষা প্রশাসনে পদায়ন/বদলী/পদোন্নতি প্রদান করা
   গ. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগ করা
   ঘ. মাধ্যমিক পর্যায়ে পরিদর্শন (প্রাতিষ্ঠানিক) করা

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। গ; ৩। ক।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী পদের নাম এবং প্রধান শাখাগুলোর নাম লিখুন।

২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক দপ্তরসমূহ কি কি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কাঠামো উল্লেখপূর্বক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

২. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

পাঠ-৭.১ (ঘ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষাব্যবস্থা বলতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী, কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি মানবীয় সম্পদ ও অন্যান্য বস্তুগত সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের একটি প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামো, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং নীতিমালা, পরিকল্পনা অনুসৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বল্পকালের মধ্যে (১৯৭৩ সাল) প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হয় এবং বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সবসময় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনে (ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন) প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে "আমাদের দেশের গণমানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও তার ফল হিসেবে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতি যেসব উপায়ে আসতে পারে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে একটি সুষ্ঠু গতিশীল প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা"। এ প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার ভীত রচনা সম্ভব। এই ভিত্তিভূমিকে দুর্বল রেখে শিক্ষার উচ্চতর স্তরকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার চারটি মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়।

- ❖ শিশুর নৈতিক, মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন;
- ❖ শিশুর মনে দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ, কর্তব্যবোধ ও কৌতুহলবোধ জাগ্রতকরণ এবং অধ্যবসায়, শ্রম, সদাচার ও ন্যায়নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলির সম্যক বিকাশ সাধন।
- ❖ মাতৃভাষার লিখন, পঠন ও হিসাবরক্ষণের ক্ষমতা অর্জন, ভবিষ্যত নাগরিক হিসেবে যেসব মৌলিক জ্ঞান ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হবে সে সকল বিষয়ের সাথে পরিচিত হওয়া।
- ❖ পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ।

এসব উদ্দেশ্য সাধনে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে– আট বছর মেয়াদী করে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয। পরবর্তীতে জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮) ১৯৭৪ সালে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ সমর্থন করে। পরবর্তীতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি (২০০০) প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রাথমিক শিক্ষার পাঁচটি মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। যেমন–

- ❖ শিশুর যথাযথ মানসম্মত ব্যবহারিক সাক্ষরতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী ও আগ্রহী করে তোলা।
- ❖ শিশুর জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে তোলা।
- ❖ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করা এবং দেশাত্ববোধের বিকাশ ও দেশ গঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা।
- ❖ সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ এবং অর্থপূর্ণ শ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করার মাধ্যমে শিশুকে জীবন সমস্যা সমাধানে যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ করা।
- ❖ শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, মানবাধিকার, সুস্থ জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতুহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক গুণাবলি অর্জনে সমর্থ করে তোলা পাশাপাশি বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা।
- ❖ ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় এবং অন্যান্য যাবতীয় বিষয়গুলো সম্পন্ন করতে থাকে। অতঃপর জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ১১ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান:

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- কমিউনিটি বিদ্যালয়
- আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
- উচ্চবিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়
- এবতেদায়ি মাদ্রাসা
- পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়
- স্যাটেলাইট বিদ্যালয়
- কিন্ডারগার্টেন স্কুল
- এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঠামো ও কার্যক্রম:

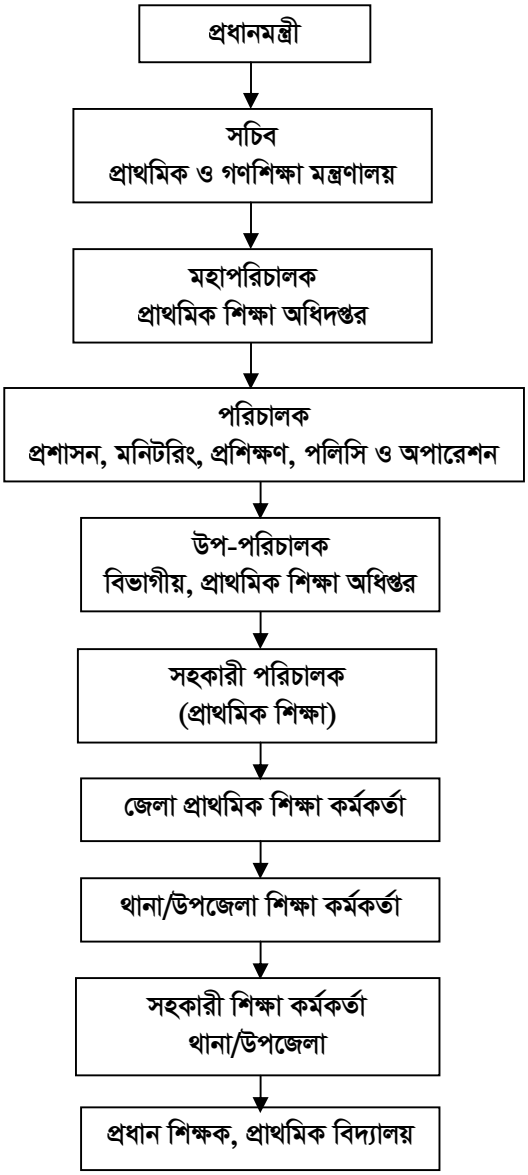

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য/কাঠামো

- ❖ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতের জন্য যাবতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- ❖ উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ❖ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন;
- ❖ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ;
- ❖ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❖ অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
- ❖ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার সংস্কারমূলক নীতি প্রণয়ন;
- ❖ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন;
- ❖ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ;
- ❖ জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের (NEC) উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প উপস্থাপন, প্রক্রিয়াকরণ এবং মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
- ❖ গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা নিয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয় করা;
- ❖ এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমর্থন দেয়া;
- ❖ গণশিক্ষা গবেষণা কাজে অর্থায়ন করা;
- ❖ বিদেশি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা;
- ❖ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার নীতিমালা ও নির্দেশনা নির্ধারণ;
- ❖ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পেশাগত উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনা;
- ❖ আর্থিক ব্যবস্থাপনার তদারকিসহ অধীনস্থ দপ্তরসমূহের তদারকিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- ❖ বিভাগের যেকোন অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান নিশ্চিত করা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে গৃহীত নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এছাড়া বিশাল কর্মকান্ড পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নিয়োজিত রয়েছে "বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ কোষ"। বর্তমানে যা "প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর'' নামে পরিচিত। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আরও একটি অধিদপ্তর রয়েছে "গণশিক্ষা অধিদপ্তর" ১৯৮১ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে "প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৯২ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি বিভাগ কার্যক্রম শুরু করে। যা ২০০৩ সালে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ের মর্যাদা লাভ করে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাঠামো:

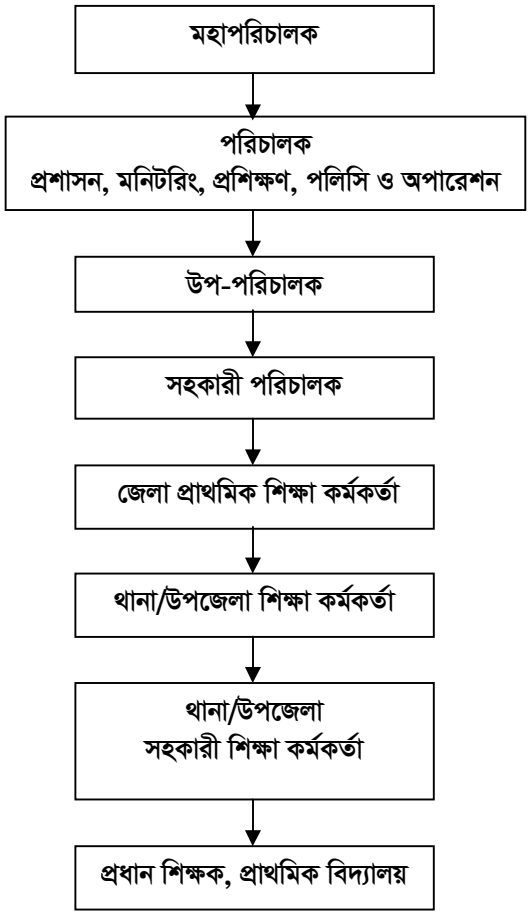

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলি

- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের প্রধানের প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধায়নিক কার্যাবলি হচ্ছে:
- বিভাগীয় ও প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর, থানা/উপজেলা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্পর্কিত প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান;
- প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ দান;
- শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- অধিদপ্তরের অধীনস্থ অফিস ও প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন, পরিদর্শক ও শিক্ষকগণের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;
- প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (PTI)-এর উন্নয়ন;
- শিক্ষার বাজেট প্রণয়ন;
- বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলী;
- বছরের শুরুতেই পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ও বিতরণ নিশ্চিতকরণ;
- আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নিশ্চিতকরণ;

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ (ঘ)

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান হলেন–
   ক. সচিব
   খ. মহাপরিচালক
   গ. শিক্ষামন্ত্রী
   ঘ. উপ-পরিচালক

২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান হলেন–
   ক. শিক্ষামন্ত্রী
   খ. সচিব
   গ. মহাপরিচালক
   ঘ. শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

৩. শিক্ষার ভীত রচিত হয়–
   ক. শিক্ষা প্রশাসনের উন্নয়নের মাধ্যমে
   খ. মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে
   গ. প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে
   ঘ. উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। ক; ৩। গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কত সালে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হয়?
২. প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলো কি কি?
৩. বর্তমান বাংলাদেশে কত ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঠামোটি উল্লেখ করুন।
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করুন।
৩. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাঠামো উল্লেখপূর্বক কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

পাঠ ৭.১ (ঙ) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নিরূপণ, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নীতিমালা অনুমোদন এবং সুষম অর্থ বরাদ্দ দানের নিমিত্তে ১৯৭৩ সালের ১০ নং অধ্যাদেশক্রমে 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' (Bangladesh University Grants Commission–BUGC) গঠিত হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ঢাকার শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত।

'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশে একক সংবিধিবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে বর্তমানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন– বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ।

কলেজের ব্যবস্থাপনা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন ভিন্ন। আবার পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনাও ভিন্নতর। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত সংসদে প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন' বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রক্রিয়ায় মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এছাড়া সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার পাশাপাশি সে সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়ন করা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মূখ্য দায়িত্ব।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের গঠন

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণ এবং দেশের উচ্চ শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। স্বনামখ্যাত শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রয়াত অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৩ সালে কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন। একই সময়ে ১ এপ্রিল ১৯৭৩ সালে অধ্যাপক এম, ইন্নাস আলী এবং ২৮ এপ্রিল ১৯৭৩ সালে প্রয়াত অধ্যাপক মুহম্মদ এনামুল হক প্রথম পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে কমিশনে যোগদান করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পূর্ণকালীন সদস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন। ১৯৮৮ সালের সংশোধনী মোতাবেক কমিশনের গঠন নিম্নরূপ:

চেয়ারম্যান	–	১ জন
পূর্ণকালীন সদস্য	–	৫ জন
খণ্ডকালীন সদস্য	–	৯ জন

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দের মধ্য থেকে ৩ জন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপক ও ডীনদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিত্বকারী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্য ৩ জন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য ৩ জন (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি)।

কমিশনের চেয়ারম্যানের দপ্তর ছাড়াও পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দের দপ্তরসহ কমিশনের মূল কার্যক্রম সাতটি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বিভাগগুলো হচ্ছে:

ক. প্রশাসন বিভাগ
খ. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ

গ. অর্থ ও হিসাব বিভাগ
ঘ. গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
ঙ. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ
চ. ট্রেনিং এ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন বিভাগ
ছ. প্লানিং, কোয়ালিটি এসিওরেন্স অ্যান্ড রাইট টু ইনফরমেশন বিভাগ

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব

ভূমিকা (২০০৯–২০১৩ পর্যন্ত)

- ১০টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭ থেকে ৩৭-এ উন্নীত হয়েছে।
- নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়নের ফলশ্রুতিতে ২৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৫২ থেকে ৭৮-এ উন্নীত হয়েছে।
- উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের খসড়া চূড়ান্তকরণ এবং আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্যে Accreditation Council গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- শিল্পে সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম ও উচ্চশিক্ষা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইলে রূপান্তর করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে কার্যকর নজরদারি নিশ্চিতকরণে 'জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' প্রচলন করা হয়েছে।
- উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়ে গবেষণার জন্য সার্ক ফেলোশীপ, রোকেয়া চেয়ার ও ইউজিসি প্রফেসরশিপ প্রবর্তন করা হয়েছে।
- উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ করা হয়েছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- গবেষক/শিক্ষককে ইউজিসি এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা।

দায়িত্ব ও ক্ষমতা

- উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগ ও অন্যান্য অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পরীক্ষার পর সুপারিশ পেশ করা;
- সরকারিভাবে তহবিল সংগ্রহ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাহিদা মোতাবেক এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনুদান বরাদ্দ করা;
- বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলি সংগ্রহ করা;
- নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান করা;
- বিবেচনা সাপেক্ষে কলেজসমূহকে বিশেষ ডিগ্রি মঞ্জুরির ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে সরকারকে অবহিতকরণ;
- সরকার প্রদত্ত বা আইনগত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করা;

- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাহিদা নিরূপণ ও যে কোন কার্যক্রমের মূল্যায়নের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক প্রেরিত বিশেষজ্ঞদল কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করা।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সার্বিক উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার কর্তৃক বরাদ্দ করা হয়। উন্নয়নমূলক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি–না সে সম্পর্কে সরেজমিনে পরীক্ষা, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে প্রতিবেদন সংগ্রহ, অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও পরামর্শ প্রদান করা এ কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের জন্য বহুমূখী চাহিদার নিরিখে গুণগত মানসম্পন্ন প্রযুক্তিমুখী স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ (ঙ)

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়–
   ক. ১৯৭৫ সালে
   খ. ১৯৭৩ সালে
   গ. ১৯৮০ সালে
   ঘ. ১৯৯১ সালে

২. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রধান হলেন–
   ক. শিক্ষামন্ত্রী
   খ. শিক্ষা সচিব
   গ. চেয়ারম্যান
   ঘ. মহাপরিচালক

৩. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন মূলত কয়টি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়–
   ক. ৪টি
   খ. ৮টি
   গ. ৬টি
   ঘ. ৭টি

সঠিক উত্তরঃ ১। খ; ২। গ; ৩। ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কত সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?
২. কমিশনের মূল কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সংযুক্ত বিভাগগুলোর নাম লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গঠনসহ সাংগঠনিক বিভাগগুলো বর্ণনা করুন।
২. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ভূমিকা ও দায়িত্বগুলো উল্লেখ করুন।

পাঠ-৭.১ (চ) জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (National Economic Council)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত পরিকল্পনা কমিশন দেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পর্যালোচনা এবং হালনাগাদকরণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ সম্পৃক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে–

- সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ;
- কার্যক্রম বিভাগ;
- আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ;
- কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান;
- ভৌত অবকাঠামো বিভাগ উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল

- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- মধ্য মেয়াদী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তাত্ত্বিক কাঠামো প্রণয়ন;
- মধ্য মেয়াদী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওপর সামাজিক ও খাতওয়ারী মূল্যায়ন করা;
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ এবং পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বিকল্প কৌশল ও নীতি প্রণয়ন;
- জাতীয় আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ, বহি:বাণিজ্য এবং ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সংক্রান্ত প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ;
- জাতীয় উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য স্মারক প্রণয়ন;
- দ্বিপাক্ষিক সংস্থা ছাড়াও যেমন- বিশ্বব্যাংক, IMF, ADB, ESCAP, EEC, ECDC, SAARC সংক্রান্ত কার্যাবলি পর্যালোচনা;
- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (BDF) এর মেমোরেন্ডাম প্রস্তুতকরণ;
- উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রজেক্ট প্রোফাইল (PP) প্রণয়ন;
- বৈদেশিক সাহায্য চুক্তি ও নেগোসিয়েশন, মন্ত্রণালয়ের স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রতিনিধিত্বকরণ;
- সর্বোপরি উৎপাদন ও রাজস্ব আয় সম্পর্কিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ (চ)

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কোন মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত?
২. জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের কার্যাবলি লিখুন।

পাঠ ৭.২: শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয়

শিক্ষা হচ্ছে একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। অর্থাৎ পারিপার্শিক পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে টিকে থাকার কৌশল অর্জনই হলো শিক্ষা। যে কোন উন্নয়নের প্রধান উপাদানই হলো শিক্ষা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবেন;
- শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কারসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয়ের উৎস চিহ্নিত করতে পারবেন।

শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষার হার পাশবর্তী অনেক দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। "শিক্ষা" মানুষের জীবন ও সমাজ সম্পৃক্ত একটি প্রক্রিয়া। সামাজিক বিবর্তন ধারার সাথে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যা শিক্ষা প্রক্রিয়ারই ফল।

শিক্ষা একটি বিশেষ সামাজিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক কর্ম সাধিত হয়। অধ্যাপক রেমন্ট এর মতে– Education means the process of development in which consists the passage of the human body from infancy to maturity, the process whereby he gradually adapt himself in various ways to the physical, social and spiritual environment (*Raymont: 1963:17*)

অর্থাৎ শিক্ষা হল ক্রমবিকাশের এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষের শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি আর প্রাকৃতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ মানব পুঁজি সঞ্চায়নের মাধ্যমে সমাজ বা রাষ্ট্র তার সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উন্নয়ন সাধন করে। অতএব মানব সম্পদ সংগঠন ও উন্নয়নের উপর ও একটি দেশ তা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করে, যা আজ সর্বজনস্বীকৃত। একটি দেশের সম্পদ কাজে লাগিয়ে তা বহুগুনে বৃদ্ধি করা এবং তা দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়ের সাথে সুষম বণ্টনে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা শিক্ষা অর্থনীতির কাজ। ফলশ্রুতিতে শিক্ষাকে বর্তমানে জাতীয় বা সামাজিক পরিকল্পনার প্রণয়নে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক অবকাঠামোর অন্যতম উপাদান হলো '**শিক্ষা**'।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

যে ব্যবস্থার অধীনে জনগণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে তাকে শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করা যায়। শিক্ষা বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মূলত ৪টি ধাপে বাস্তবায়ন করা হয়। যথা–

১. **প্রাথমিক শিক্ষা:** ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত।

২. **মাধ্যমিক শিক্ষা:** ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত।
৩. **উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা:** একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।
৪. **উচ্চ শিক্ষা:** স্নাতক পাস ও সম্মান থেকে পরবর্তী শিক্ষা স্তর।

শিক্ষা মানব সম্পদ উন্নয়নের মূখ্য উপকরণ। দেশে একটি সর্বজনীন ও গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন। শিক্ষিথ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রয়াস প্রচলিত রয়েছে।

তাই প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রচলিত বিদ্যমান জাতীয় শিক্ষানীতি গত ০৭-১২-২০১০ তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ হয়। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার তিনটি স্তর রাখা হয়েছে। যথা–

১. **প্রাথমিক:** ১ম শ্রেণি-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।
২. **মাধ্যমিক:** ৯ম শ্রেণি-দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত।
৩. **উচ্চ শিক্ষা:** স্নাতক শ্রেণি- পরবর্তী শিক্ষা স্তর পর্যন্ত।

এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা ও অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক রাখার প্রস্তাব করা হয়।

এছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম, নাগরিকতাবোধ কর্তব্যবোধ, সৃজনশীলতা প্রদর্শন, সর্বোপরি বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্মে বিশ্বাস লালন করা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জনের জন্য সকল ধরনের শিক্ষার মানোন্নয়নে সুপারিশমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।

ব্রিটিশ শাসনামলের অবসানে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৫২ সালে ইংরেজ প্রবর্তিত আকরাম খাঁ শিক্ষা কমিটি ও ১৯৫৭ সালে আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে শরীফ কমিশন গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ও কমিশনসমূহ প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, নারী শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ ও সুপারিশ গ্রহণ করে।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে বিভিন্ন সমনয়ে গঠিত শিক্ষার সংস্কার সংক্রানত কমিটি বা কমিশন সমূহের রিপোর্ট প্রদানের সময়, সদস্য সংখ্যা ও রিপোর্টের আকার নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

নং- ০১ বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন, চেয়ারম্যান: ড. মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা, সদস্য সংখ্যা: ১৮, গঠিত হয়: ২৬-০৭-১৯৭২, ৩৬ অধ্যায় ও পরিশিষ্টসহ রিপোর্ট প্রদান করা হয় ৩০-০৫-১৯৭৪ সালে।

নং- ০২: জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ, চেয়ারম্যান/সভাপতি: কাজী জাফর আহমদ ও জনাব আবদুল বাতেন, সদস্য: ৪২ জন, গঠন: ২৩-০৯-১৯৭৮, অধ্যায় ৩৫, ভিন্নমত ও পরিশিষ্টসহ অর্ন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতির রিপোর্ট প্রদান করা হয়: ০৮-০২-১৯৭৯ সালে।

নং- ০৩: বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন, চেয়ারম্যান: অধ্যাপক মফিজ উদ্দীন, সদস্য: ২৭ জন, গঠন: ২৩-০৪-১৯৮৭, ২৩ অধ্যায়যুক্ত রিপোর্ট প্রদান করা হয়: ২৬-০২-১৯৮৮।

নং- ০৪: জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭, চেয়ারম্যান: অধ্যাপক শামছুল হক, সদস্য: ৫৫ জন, গঠন: ১৪-০১-১৯৯৭, ২৫ অধ্যায় বিশিষ্ট রিপোর্ট প্রদান; সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, প্রতিবেদন মূল্যায়ন শেষে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ প্রণয়ন করা হয়।

নং- ০৫: শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটি, চেয়ারম্যান: মুহাম্মদ আব্দুল বারী, গঠন: ২৪-১২-২০০১, রিপোর্ট

প্রদান: ২০০৪ সাল।

নং- ০৬: বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন ২০০৩, চেয়ারম্যান: প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা, গঠন: ১৪-০১-২০০৩, ১৬ অধ্যাপকযুক্ত রিপোর্ট প্রদান: মার্চ ২০০৪ সাল।

নং- ০৭ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯, চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, সদস্য ১৭, গঠন: ০৬-০৪-২০০৯, ২৮ অধ্যায় বিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়।

উপরের উল্লেখিত বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির উদ্দেশ্যাবলির বিষয় ও সময় বিবেচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়কার সরকার নিজ নিজ আদর্শের ভিত্তিতে কমিটি গঠন করেছেন।

তবে ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনকে রিপোর্টটিকেই উত্তম বলে মনে করা হয়। কারণ এটি একটি আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক, কারণ এটি একটি আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক, সুদূরপ্রসারী, সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিবেদন। পরবর্তীকালে অন্যান্য শিক্ষক কমিশন ড. কুদরাত প্রদত্ত রিপোর্টের বেশির ভাগ অনুযায়ী রিপোর্ট প্রদান করলে ও রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব করা হয়। সর্বশেষ অধ্যাপক কবীর নেতৃত্বে এরং অধ্যাপক শামছুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ এর আলোকে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। ড. কুদরাত-এ-খোদা, অধ্যাপক শামছুলক হক ও অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত ও বিজ্ঞান মনস্ক মানব সম্পদ তৈরি, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক প্রসারসহ যুগোপযোগী শিক্ষার আলোকে আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। এ তিনটি কমিটির ধারাবাহিকতার কারণে একটি সার্বজনীন শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন হয় যা সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

বিভিন্ন সময়কার শিক্ষা কর্তৃক সুপারিশকৃত শিক্ষার সংস্কারসমূহ নিম্নরূপ–

৩.১ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা: ৩-৫ বছরের শিশুরা এ শিক্ষার স্তরভুক্ত হবে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণি চালু করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

- প্রাথমিক শিক্ষা হবে ১ম-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত;
- অবৈতনিক, সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক;
- মহিলা শিক্ষক নিয়োগে অগ্রাধিকার;
- সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই ধরনের পাঠ্যসূচি/পাঠ্যক্রম চালুকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে হবে বাংলা;
- প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষক কর্মসূচীর চাকুরী জাতীয়করণ;
- কে-জি স্কুলসহ সকল বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ নিবন্ধীকরণ;
- শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক কর্মকমিশন গঠন;
- তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক বাধ্যতামূলক করা;
- বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকার;
- বিজ্ঞান ও ম্যানিজং কমিটিকে প্রদান;
- সকল বিদ্যালয়ে বাংলা, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, পরিবেশ পরিচিতি বাধ্যতামূলক করা;
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ন্যাপকে শক্তিশালীকরণ;
- অংশগ্রহণমূলক শিখন পদ্ধতি প্রচলন;
- উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগ;

- শ্রেণিগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষণ সামগ্রী তৈরি;
- উপবৃত্তি প্রচলন ও সম্প্রসারণ;
- ৫ম ও ৮ম শ্রেণি শেষে বৃত্তি পরীক্ষা;
- ৫ম ও ৮ম শ্রেণি শেষে সমাপনী পরীক্ষা;
- শিক্ষক ও ছাত্র অনুপাত ১:৩০/১:৩৫ রাখা;
- সৃজনশীল পরীক্ষা প্রচলন।

সারণি- ৭.২.১: সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন

নির্ণায়ক	১৯৯০	বর্তমান	টার্গেট ২০১৫
১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট ভর্তির হার (%)	৬০.৫%	৯৭.৭%	১০০%
২। ১ম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের কত অংশ ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা সম্পন্ন করেছে (%)	৪৩.০%	৯৬.৪%	১০০%
৩। ১৫-২৪ বছর বয়সীদের স্বাক্ষরতার হার (%)	-	৭৫.৪%	১০০%

সূত্র: MDG, B. D Progress Report-2015, পরিকল্পনা কমিশন (২০১৫), ঢাকা।

এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে শিক্ষিতদের ঝরে পড়ার হার, পঞ্চম শ্রেণি সম্পন্ন করার হার ১০০%-এ উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষায় বিনিয়োগ ও গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রে জিডিপি-র মাত্রা ৪ ভাগে উন্নীত হওয়ার কথা থাকলেও জিডিপি-র মাত্রা ২-২.৫ ভাগ শিক্ষায় বিনিয়োগ হচ্ছে। চরম দারিদ্র্য, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, শিশু শ্রম ও অবস্থানগত দুর্গমতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ভর্তির হার উন্নীত করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

- ৯ম-দ্বাদশ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা চালু;
- ৯ম-১০ম শ্রেণি চালু করা এবং ডিগ্রি কোর্স না খোলা;
- মাধ্যম হবে বাংলা;
- ক্যাডেট কলেজসমূহ চলবে সামরিক ব্যবস্থাপনায়;
- ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বাতিল;
- উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে আংশিক মাধ্যমিক এবং অন্য অংশে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা;
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক সময়োপযোগী করা;
- বিজ্ঞান শিক্ষায় গুরুত্বারোপ;
- বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন;
- বিদ্যালয় স্থাপন;
- টিউটোরিয়াল কোচিং চালু;
- শিখনের সকল ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রচলন;
- কোচিং সেন্টার বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৪০/১:৩০ এ রাখা;
- সকল ধারায় বাংলা, ইংরেজি, বাংলা স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা;
- বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন;

- শিক্ষকের প্রশিক্ষণ;
- শিক্ষক নির্বাচন কমিশন গঠন;
- সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ;
- মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন;
- শিক্ষকদের যোগ্যতার আদর্শমান নির্ধারণ;
- একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষা পদ্ধতি চালুকরণ।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

- বৃত্তিমূলক শিক্ষা হবে ৩ বছর মেয়াদি;
- (৯ম-১১শ/একাদশ শ্রেণিতে প্রশিক্ষণ)/৪ বছর মেয়াদি (৩ বছর + ১ বছর প্রশিক্ষণ);
- কারিকুলাম কমিটি নিয়মিত কারিকুলাম পরিমার্জন ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করবে;
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির সুযোগ প্রদান;
- কৃষি প্রযুক্তি, প্যারামেডিকেল নার্সিং;
- বাণিজ্য বিষয়ে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান;
- শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১:১০/১:১২ এ রাখা;
- ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগদান;
- প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুই সিফট চালু করা;
- বৃত্তিমূলক বিষয়ভিত্তিক জাতীয় দক্ষতার মান ৩, ২ ও ১ পর্যায়ের জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদ্রাসাসহ সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম বৃত্তিমূলক করা এবং আর্থিক সহযোগিতা করা।

মাদ্রাসা শিক্ষা

- এ শিক্ষাকে যুগোপযোগী পুর্নগঠন করা;
- বাংলা মাধ্যম শিক্ষা;
- বিভিন্ন স্তরে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মর্যাদা প্রদান;
- মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষায় সমন্বিত করা;
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত করা;
- সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মৌল বিষয় পাঠ্যসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করা;
- উচ্চস্তরের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা স্থাপন;
- মাউশিতে পৃথক পরিচালনা শাখা স্থাপন ও পদ সৃষ্টি করা;
- শিক্ষার অন্য ধারার সঙ্গে সমন্বয় করে ইবতেদায়িতে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ বিষয়াবলী, পরিবেশ পরিচিতি, বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বাধ্যতামূলক করা;
- শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ;
- কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠন;
- শিক্ষায় সমতা বিধান করবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন;
- সাধারণ শিক্ষায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ।

উচ্চ শিক্ষা

- নবতর জ্ঞানের আলোকে উচ্চ শিক্ষার কারিকুলাম ও সিলেবাসসমূহ পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা;
- উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির যোগ্যতা হবে মেধাভিত্তিক;
- ডিগ্রি কলেজসমূহে পাস কোর্স এবং অনার্স কোর্সের ব্যবস্থা করা;
- কিছু কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- বিভাগীয় শহরের একাধিক কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরিত করা;
- স্নাতক পাস কোর্স ৩ বছর ও স্নাতকোত্তর কোর্স ২ বছর করা;
- ৪ বছরের সমন্বিত সম্মান কোর্স ও ১ বছরের মাস্টার্স কোর্স চালু করা;
- এমফিল ২ বছর ও পিএইচডি ৩-৪ বছরের জন্য হবে;
- সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি উত্তর মাস্টার্স কোর্স চালু করা;
- খন্ডকালীন উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা;
- বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের বেতন ভাতাদি ক্রমান্বয়ে সরকার কর্তৃক বহন করা;
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উচ্চ শিক্ষার সমন্বয় সাধন, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;
- নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ;
- মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়ায় পৃথক কোটা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা;
- ১০০ নম্বরের ইংরেজি সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;
- বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মিত গবেষণার সুযোগ;
- শিক্ষকদের প্রতিষ্ঠানিক কনসালট্যান্সির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষা

- কলেজগুলোকে স্বায়ত্বশাসিত করা;
- প্রকৌশল শিক্ষকদের শিল্প প্রতিষ্ঠানে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া;
- বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা;
- বিআইটিগুলোতে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করা;
- শিক্ষকদের বিশেষ বেতনক্রম প্রদান।

কৃষি শিক্ষা

- জেলা/অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি ইনষ্টিটিউট গঠন;
- কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় খোলা;
- কৃষি কলেজে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স চালু;
- শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ১:১০ রাখা;
- কৃষি সংশ্লিষ্ট নতুন কোর্স সংযোজন করা;
- বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা।

তথ্য ও প্রযুক্তি শিক্ষা

- শিক্ষা প্রসারে রেডিও টিভি ফিল্ম ব্যবহার করা;

- শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষকদের তথ্য ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রযুক্তি নির্ভর শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা।

স্বাস্থ্য শিক্ষা

- আন্ত:মেডিকেল কলেজ বোর্ড গঠন;
- চিকিৎসা সহকারীদের ২ বছরের কোর্স ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- কমিউনিটি মেডিসিনের ওপর জোর দেয়া;
- হোমিও, ইউনানী, আয়ুর্বেদী ও এমএলএফ কোর্স চালু ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- জাতীয় মেডিকেল শিক্ষা কাউন্সিল গঠন করা;
- মেডিকেল কলেজ ও ইনষ্টিটিউটকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান;
- চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন;
- নার্সিং কলেজে বিএসসি ও এমএসসি কোর্স চালু করা।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য ২ মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও কলেজ শিক্ষকদের জন্য ৪ মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য সিপিডি কোর্স চালু করা;
- শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে উন্নয়নের উৎস

বিশ্বায়নের যুগে কোন রাষ্ট্র এখন আর একা নয়। পারস্পরিক প্রয়োজনে সর্বস্তরে এবং ক্ষেত্রে সহযোগিতার মনোভাবের উন্নয়ন উদ্ভব হয়েছে। নিজ প্রয়োজনে বাংলাদেশ তাই মানব সম্পদ উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যাতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, প্রবেশ এবং অবদান রাখতে পারে। যদিও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতভাগ দেশীয় উৎস হতে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের ৩৩% অর্থ যোগান এসেছে সহযোগী সংস্থা দেশ হতে। বাংলাদেশ সাহায্যপ্রাপ্তি এবং এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আলোচনার ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগীতা পেয়ে থাকে। যা প্রতি বছর বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সভায় উত্থাপিত এবং পরবর্তী অর্থবছরের আর্থিক সহায়তার পরিমাণ নির্ধারণ করে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এডিপি বরাদ্দের প্রক্ষেপন

প্রক্ষেপনে ২০১৬ অর্থবছরের ভিত্তি ধরে স্থির হারে বরাদ্দের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি- ৭.২.২:

(বিলিয়ন টাকা)

মন্ত্রণালয়	অর্থবছর ২০১৬	অর্থবছর ২০১৭	অর্থবছর ২০১৮	অর্থবছর ২০১৯	অর্থবছর ২০২০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫৫.৪	৮২.০	৯৩.০	১০৩.৬	১১৬.২
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪২.০	৫৬.২	৬৩.৪	৭০.৮	৭৯.২
মোট বরাদ্দ	৯৭.৪	১৩৮.৩	১৫৬.৪	১৭৪.৪	১৯৫.৪

শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থায়ন

- শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের ৭% বরাদ্দ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।
- নারী শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক, আইন শিক্ষা, কারু ও সুকুমার বৃত্তি, গ্রন্থাগার, শিক্ষকের মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রশাসন

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা তিন ভাগে পুর্নগঠন করা।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে ভাগ করা।
- স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন।
- সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রণয়ন।
- শিক্ষকদের চাকুরীর বয়স ৬০ বছর করা।
- জেলা শিক্ষা অফিসার পদকে উপ-পরিচালক পদে উন্নীত করা।
- এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলিযোগ্য করা।
- প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্ত:থানায় বদলি করা।
- উপজেলা পর্যায়ে সহকারী পরিচালক ও বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষা হলো–
   ক. জীবনব্যাপী সামাজিক প্রক্রিয়া
   খ. টিকে থাকার কৌশল অর্জন
   গ. উন্নয়নের প্রধান উপাদান
   ঘ. ক্রমবিকাশের একটি প্রক্রিয়া

২. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে মূলত কয় ধাপে বাস্তবায়ন করা হয়?
   ক. ৩টি
   খ. ৫টি
   গ. ৪টি
   ঘ. ৬টি

৩. বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন কোনটি?
   ক. আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিটি
   খ. আকরাম খাঁ শিক্ষা কমিটি
   গ. ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন
   ঘ. শরীফ কমিশন

৪. একটি সার্বজনীন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হয়–
   ক. ২৬-০২-১৯৮৮ সালে
   খ. ২০০০ সালে
   গ. মার্চ ২০০৪ সালে
   ঘ. ২০১০ সালে

উত্তরমালা: ১. সবগুলো, ২. গ, ৩. গ, ৪. ঘ।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিভিন্ন সময়কার শিক্ষা কমিশন কর্তৃক উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক গৃহীত পদক্ষেপগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

২. শিক্ষক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত সুপারিশগুলো বাস্তবে কতখানি বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন, মতামত ব্যক্ত করুন।

৩. বিভিন্ন সময়কার গঠিত শিক্ষা কমিশনগুলোর গঠন, কমিটির প্রধান, সময়কাল ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের ক্ষেত্র এবং বরাদ্দ সম্পর্কে (MDG) বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ৭.৩: বর্তমান উন্নয়ন উদ্যোগসমূহ: প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ

বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প- ২০২১ এবং জাতিসংঘের এমডিজি (MDG) লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। পাশাপাশি সংবিধানে শিক্ষা সংক্রান্ত নাগরিকের শিক্ষার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে–

১৭।

ক. একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা।

খ. সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ ও প্রয়োজনসিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং সদিচ্ছায় প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য শিক্ষাদান করা।

গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতার হার দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন;
- নাগরিকদের শিক্ষার ব্যাপারে সংবিধানে উল্লিখিত বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষার উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা) আধুনিক ও সমসাময়িক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো (শিক্ষা সংশ্লিষ্ট) উল্লেখ করতে পারবেন;
- রূপকল্প-২০২১ এ গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- পরিকল্পনার আওতায় মানব সম্পদ খাতে বরাদ্দ ও অর্থায়নের উৎস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিশ্বের সম্ভাবনাময় ১১টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশও স্থান পেয়েছে (রিয়াজ, ২০১২)। বিশ্বব্যাংকের ২০০৭ সালের তথ্য মতে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার মত সবধরনের সুযোগ বাংলাদেশের রয়েছে। বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য হারে অবস্থানরত জনগোষ্ঠির অবস্থার উন্নয়নে সাফল্য অর্জন করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে যা ৬০% হতে ৩১.৫% ভাগে নেমে এসেছে (Bangladesh Economic Review-2013)। সহস্রাব্দের (MDG) লক্ষ্যমাত্রার বেশিরভাগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সহস্রাব্দ-এর লক্ষ্যমাত্রা

একুশ শতকের সূচনালগ্নে জাতিসংঘ বিশ্বের ১৮৯টি দেশের (বর্তানে ১৯২টি) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সহস্রাব্দ ঘোষণা (UNMD) করে। চরম দারিদ্র্যের বিভিন্ন মাত্রা আমলে এনে সময়ভিত্তিক ও সংখ্যাগত বৈশ্বিক এর মোট ৮টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

লক্ষ্যমাত্রগুলো হল– (শিক্ষা সংশ্লিষ্ট)

- এমডিজি-২: সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন
- এমডিজি-৩: নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়ন
- এমডিজি-৮: উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।

রূপকল্প- ২০২১

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী-২০২১ সালে। এ সময়ে অর্থনীতির মানদণ্ডে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। উচ্চতম প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম, দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সুযোগের সমতা ও আইনের শাসনে পরিচালিত একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। ২০২১-রূপকল্প এ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের জন্য যেসব লক্ষ্যমাত্রা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এর অন্যতম হল–

- প্রাথমিক শিক্ষার ভর্তির হার ১০০% অর্জন করা;
- মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা;
- বেকারত্বের হার হ্রাস (৪০% – ১৫%) করণ;
- নিরক্ষরতামূলক বাংলাদেশ গড়া;
- শিল্পে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি (১৬% – ২৫%)
- দারিদ্র্যের হার হ্রাস করা (৪৫% – ১৫%)।

ইতোমধ্যে ২০২১ রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার কতকগুলো মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা–

- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১১–২০১৫ অর্থবছর;
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৬–২০২০ অর্থবছর;

তন্মধ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জুন-২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৬–২০২০ অর্থবছর জুলাই ২০১৫ হতে শুরু হয়ে ২০২০ সালে সমাপ্ত করা হবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১১–২০১৫ অর্থবছর) শিক্ষা খাতে উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অন্যতম প্রধান উৎস মানব সম্পদ উন্নয়ন। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যে সকল বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হলো–

- শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং গুণগত পরিবর্তন;
- লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ;
- স্বাস্থ্য ও পুষ্টিক্ষেত্রে উন্নয়ন।

মধ্যবর্তী মূল্যায়নে দেখা যায় বাংলাদেশে এসব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পরিমাণগত দিক থেকে প্রাথমিক শিক্ষার ভর্তির হার ১০০% অর্জিত হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরেও ভর্তির হার ক্রমাগত বাড়ছে যা পরবর্তী অর্থবছরের শেষে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সক্ষমতায় পৌঁছাতে সম্ভব হবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যদিও ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত নেই, তথাপি সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

নারী শিক্ষার্থীর ভর্তির হার ছেলেদের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দক্ষতার ক্ষেত্রে, ঝরে পড়া রোধ ও স্তর সমাপ্তকরণে (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে) উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে (সারণি: ৭.৩.১)।

সারণি- ৭.৩.১: প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

পরিমাপক	উপ-পরিমাপক	লক্ষ্যমাত্রা ২০১০	অর্জন ২০১৪
গুণগত মানের পরিমাপক	প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত	১ঃ৪৮ (২০০৯)	১ঃ৪২ (২০১৩)
	মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত	১ঃ৩৫ (২০০৯)	১ঃ৩৭ (২০১৩)
অংশগ্রহণের পরিমাপক	প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার	১০৭.৭%	১০৮.৪%
	প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার	৯৪.৮%	৯৭.৭
	মাধ্যমিক স্তরে নিট ভর্তির হার	৪৩%	৫০.২%
	উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গ্রস ভর্তির হার	৪৭.৩৪%	৫৫.৮৪%
শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাপক	সরকারি ব্যয় (মোট ব্যয় %)	১৩.৮% (২০০৯)	১২.৩% (২০১৩)
	সরকারি ব্যয় (মোট জিডিপি %)	২% (২০০৯)	২.৩% (২০১৩)

সূত্র: ব্যানবেইস, বাংলাদেশ এডুকেশন স্ট্যাটিসটিকস, ২০১৪

শিক্ষাখাতে উন্নয়নে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

পঞ্চম ও ষষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল (NSDS) এ মানব সম্পদকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। যেমন- জনসংখ্যা পরিকল্পনা, মানসম্মত শিক্ষা, প্রশিক্ষণের জোগান এবং স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নত সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রাথমিক শিক্ষা খাত

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ শিক্ষা খাতের ভিশন (Vision) অনুযায়ী সবার জন্য শিক্ষা এবং এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এ নীতির মূলভিত্তি। বর্ণিত মূলনীতি অনুযায়ী গোল (Goal) সমূহ হলো:

ক. শিখন- শেখানো পদ্ধতির উন্নয়ন;
খ. অংশগ্রহণমূলক ও অসমতা দূরীকরণ;
গ. স্কুলসমূহকে সামাজিক গতিশীলতার সাথে সম্পৃক্তকরণ;
ঘ. বিকেন্দ্রিকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির নিশ্চয়তা;
ঙ. কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা;
চ. স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সুশাসন;

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের লক্ষ্যসমূহ (Goal): সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

- গুণগত লক্ষ্যসমূহ (Qualitative Goals),
- প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন,
- বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন,
- শিক্ষকের গুণগত মান বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি,
- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ,

- শিক্ষাক্রম ও পেডাগজির যথার্থতা,
- ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ,
- পরিমাণগত লক্ষ্যসমূহ (Quantative Goals),
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা প্রবর্তন,
- ভর্তির হার বৃদ্ধি: উপবৃত্তি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষার্থীকে আর্থিক সুবিধা প্রদান,
- ঝরে পড়ার হার হ্রাস,
- মেয়েদের মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির হার বৃদ্ধি ইত্যাদি।

সারণি- ৭.৩.২: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা: লক্ষ্য (Goal), লক্ষ্যমাত্রা (Target) এবং কার্যক্রম (Activities)

লক্ষ্য	টার্গেট	কার্যক্রম
শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি	প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন	– ঢাকা মহানগর এলাকায় ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি সরকারি কলেজ উন্নীতকরণ। – ৩১০টি উপজেলায় বেসরকারি বিদ্যালয়ে মডেল স্কুলে পরিণতকরণ।
	Resource-Management & Development of Infrastructure	– উপজেলা পর্যায়ে ৭০টি সরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গুণগত শিক্ষার মানোন্নয়নে উন্নীতকরণ। – সিলেট, বরিশাল ও খুলনা মহানগরীর ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সার্বিক উন্নয়ন। – ঢাকা মহানগরীর মাধ্যমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানসমূহে IT ল্যাবরেটরি স্থাপন। – শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজে ICT সুযোগ সুবিধার বর্ধিতকরণ।
	শিক্ষণ কার্যক্রম উন্নীতকরণ Improvement of Teaching Quality	– SEQAEP– Secondary Education Quality & Access Enhancement Project. – মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরের ICT শিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ। – বিদেশী ভাষার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-II প্রতিষ্ঠাকরণ।
	শিক্ষাক্রম ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন	– SESIP- Secondary Education Sector Improvement Project.
	শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বারোপ	– Teaching Quality Improvement in Secondary Education TQI-II Project.
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর পরিমাণগত সমতা আনয়ন	প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ	– মাধ্যমিক শিক্ষার উপবৃত্তি প্রকল্প – উচ্চ মাধ্যমিক নারী উন্নয়নমূলক উপবৃত্তি প্রকল্প (FSSAP) – ডিগ্রি স্তরের নারী শিক্ষার উপবৃত্তি প্রকল্প গ্রহণ
	অন্তর্ভুক্তিকরণ	প্রতিবন্ধী শিখন-শিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ।

সূত্র: শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ রূপকল্প- ২০২১ এর বাস্তবায়নে গৃহীত ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেক উন্নয়নে সহযোগী রাষ্ট্র এগিয়ে এসেছে, কারণ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির শতভাগ দেশীয় উৎস হতে সংগ্রহ এবং বরাদ্দ করা সম্ভব হয় না। বিগত ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এডিপি (ADP) বরাদ্দের ৩৩% অর্থের জোগান প্রাপ্ত হয় উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র হতে। সুতরাং সপ্তম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নের একটি বিরাট অংশ উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র হতে সংগ্রহ করতে হবে।

শিক্ষা খাত উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি এডিবি (ADB) এবং বিশ্ব ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী সংস্থা হিসেবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনায় সাফল্য অর্জন করলেও এক্ষেত্রে আরো অগ্রগতির প্রয়োজন। অন্যথায় পিছিয়ে পড়বে অর্থনৈতিক ও কুটনৈতিক ক্ষেত্র। কাঙ্ক্ষিত এই রূপকল্প বাস্তবায়ন হবে ১১ বছর মেয়াদী একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Perspective Plan) এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে। এতে প্রতিফলিত হয়েছে একটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। যার মূল লক্ষ্য হবে; দারিদ্র্য দুরীকরণ, মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং মানসম্পন্ন শিক্ষাদানের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন। তাই সকল বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. উন্নয়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে–
   ক. এমডিজি (MDG) লক্ষ্যমাত্রা
   খ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
   গ. শিক্ষা
   ঘ. মানব সম্পদ

২. ২০০১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি–
   ক. উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হবে
   খ. মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে
   গ. জনগোষ্ঠির উন্নয়ন রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হবে
   ঘ. নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে পরিণত হবে

৩. সহস্রাব্দ ঘোষণা করে-
   ক. বিশ্বব্যাংক
   খ. UNDP
   গ. জাতিসংঘ
   ঘ. UNESCO

৪. ২০২১ রূপকল্প বাস্তবায়নে সরকার কতকগুলো–
ক. প্রকল্প গ্রহণ করেছে
খ. মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন
গ. দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন
ঘ. স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. গ, ৪. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ষষ্ঠ পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের পরিমাপকগুলো উল্লেখ করুন।
২. বাংলাদেশে রূপকল্প-২০২১ এর বাস্তবায়নে অর্থায়নের উৎস উল্লেখ করুন।
৩. বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের শিক্ষার বাস্তবায়নে কোন কোন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।
৪. এমডিজি (MDG) বলতে কী বোঝায়? শিক্ষা সংশ্লিষ্ট এমডিজি (MDG)-এর লক্ষ্যমাত্রাগুলো উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ২০২১ রূপকল্প বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রাগুলো উল্লেখ করুন।
২. ২০২১ রূপকল্পে সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা উল্লেখপূর্বক, মানব সম্পদ উন্নয়নে বিবেচ্য বিষয়গুলোর গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
৩. পরিকল্পিত কার্যক্রমে মধ্যবর্তী মূল্যায়নে, ষষ্ঠ পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় অর্জিত সাফল্যগুলো বর্ণনা করুন।
৪. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার স্তরভিত্তিক লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রমগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিন।

পাঠ ৭.৪: উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রস্তাব ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া (গবেষণালব্ধ ফলাফল)

বর্তমান যুগে মানসম্মত শিক্ষা একটি অপরিহার্য চাহিদা। মানসম্মত বা গুণগত শিক্ষা বর্তমানে শিক্ষা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। যা বিশ্বের শিক্ষাবিদদের মনোযোগ আকর্ষন করে চলছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিষয়টি বর্তমানে টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করে আসছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে;
- গুণগত শিক্ষার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- গুণগত শিক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পগুলোর নাম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গুণগত শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র ও লক্ষ্য

টেকসই উন্নয়নের প্রেক্ষিতে গুণগত শিক্ষার ধারণা ও গুরুত্ব বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে ২০০৫-২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়কে জাতিসংঘ শিক্ষা দশকে হিসেবে গণ্য করে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সেই সূত্রে ইউনেস্কো গুণগত শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপাদানসমূহকে টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার পূর্বশর্ত হিসেবে বলেছে- "Quality education is a prerequisite for education for sustainable development" এবং যে সকল ক্ষেত্র ও লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, এগুলো হচ্ছে–

- টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম নব নব দিগন্তের সূচনা সৃষ্টি করা।
- মৌলিক শিক্ষার বিকাশ ও মান উন্নয়ন করা।
- শিক্ষার সকল স্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন অর্ন্তভুক্তকরণ।

গুণগত শিক্ষা কেবল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, কারিগরি, দক্ষতা অর্জন ছাড়া ও শিক্ষার্থী বিচারবুদ্ধি সম্পন্নকরণে, উদ্দীপনা সৃষ্টি ও সমাজ সহায়ক মনোভাব সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষার মাধ্যমে এমন একটি শিখন প্রক্রিয়া গড়ে তোলা প্রয়োজন যা জাতীয় জীবনে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিবেশ ও সাম্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। কারণ শিক্ষার ৪টি স্তম্ভ হচ্ছে–

- জানতে শেখা;
- করতে শেখা;
- মিলেমিশে বসবাস বা অংশগ্রহণমূলকভাবে সম্পাদনা লেখা;
- বিকশিত হওয়া বা বাস্তবায়নের জন্য লেখা।

এ ধরনের শিক্ষা, ব্যক্তিকে শিক্ষার বিভিন্ন ধারায় অতীতের দেশীয় ও ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জনে, বর্তমানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে গুরুত্বারোপ করে এবং শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করে, অস্থির সমাজকে স্থিতিশীল সমাজে রূপান্তরিতকরণে সহায়তা করে।

বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের শিক্ষা জগতে গুণগত শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি ইতিমধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিমাণগত দিকের পাশাপাশি গুণগত দিকের প্রতি অধিক গুরুত্ব ও পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। যেমন–

- প্রাথমিক শিক্ষায় বালক ও বালিকা উভয়ের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারা অগ্রগতি হয়েছে।
- মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিমাণগত শিক্ষার পাশাপাশি গুণগত শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণে কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে।
- সকল স্তরে তত্ত্বগত ধারণা বাস্তবায়নের প্রাধান্য বিস্তার করছে।
- শিক্ষার্থীদের জীবনকেন্দ্রীক ও সমাজ উন্নয়ন সহযোগী উপাদানে পরিণতকরণে বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

এ লক্ষ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে গুণগতমান উন্নয়নের উপর সাম্প্রতিককালে বিশেষ গুরুত্বারোপ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা স্তর

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু কর্মসূচি/প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে–

ক. প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিঃ (PEDP-1)

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি নামে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এটি (পি.ই-ডি-পি- ১) নামে পরিচিত।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গৃহীত পদক্ষেপগুলো হলো–

- প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষতা উন্নয়ন।
- উন্নত ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
- মানসম্মত শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- ভর্তির হার ৮৫% - ৯৫% এ বৃদ্ধি করা।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষা তত্ত্বাবধান উন্নত করা।
- ঝরে পড়ার হার কমানো।
- চলমান খরচ কমানো।
- নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে বিদ্যালয়সমূহে শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা বাড়ানো তবে অধিক জনসংখ্যার ঘনত্বে নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
- গ্রামীণ বিদ্যালয়সমূহে মেয়েদের ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও উপস্থিতির হার বাড়ানো এবং বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ প্রদান।
- বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্যের উন্নয়ন সাধন।
- শিক্ষকের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সকল বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পাঠ্য পুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা সরবরাহ করা।

- প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।
- শিক্ষায় অংশগ্রহণের সমসুযোগ বৃদ্ধি করা।
- অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধাগ্রস্থ শিক্ষার্থীদের দুর্গম অঞ্চল ও উপজাতি শিশুদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।

পরবর্তীতে এই পি.ই-ডি-পি- ১ এর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ৭টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যেমন–

সারণি ৭.৪.১: পি-ই-ডি-পি- ১ এ অধীন প্রকল্পসমূহ (৭টি)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	সংস্থা গৃহীত কর্মকাণ্ড
১.	আইডিএ সহায়তা (প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি) (১৯৯৮-২০০৩) (IDA Assisted PEDP (World Bank)	(১৯৯৮-২০০৩) মেয়াদী	**প্রধান কর্মকান্ড:** নতুন বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ করা, পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে স্টেশনারী সরবরাহ করা।
২.	দ্বিতীয় প্রাথমিক খাত প্রকল্প (এডিবি) Second Primary Education Sector Project (SPESP), ADB (১৯৯৭-২০০২)	(১৯৯৭-২০০২) মেয়াদী	**প্রধান কর্মকান্ড:** পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রী সরবরাহ/প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দপ্তরসমূহে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ/শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন ও শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন ও জাতীয় পর্যায়ে সামর্থ্য উন্নয়ন, সামাজিক সচলতার সৃষ্টি।
৩.	প্রাথমিক বিদ্যালয় পারদর্শিতার পরিবীক্ষণ প্রকল্প (এডিবি) Primary School Performance, Monitoring Projects (PSPMP) ADB	(১৯৯৮-২০০১) মেয়াদী	▪ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের শিক্ষণ শিখনে পরিবীক্ষণে সামর্থ্য প্রতিষ্ঠাকরণ। ▪ পরিবীক্ষণ মডেল ও রির্পোটিং ব্যবস্থা উন্নয়ন।
৪.	পিইডিপিকিউআই (নোরাড) PEDPQI (১৯৯৭/৯৮-২০০২/০৩)	(১৯৯৭/৯৮-২০০২/০৩) মেয়াদী	**গৃহীত কর্মকাণ্ড:** ▪ নেপ (NAPE)-এর শক্তিশালীকরণ ও মানোন্নয়ন। ▪ পিটিআই ইন্সট্রাক্টরদের প্রশিক্ষণ পরিমার্জন। ▪ শিক্ষকদের সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ। ▪ পাঠ্য পুস্তক ও শিখন সামগ্রী সরবরাহ। ▪ রিসোর্স সেন্টার জনবল ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা।
৫.	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যকর বিদ্যালয় (ডিএফআইডি) Effective School Through Enhanced Education Management) ESTEEM)-DFID (১৯৯৮-২০০৩)	(১৯৯৮-২০০৩) মেয়াদী	**গৃহীত কর্মকাণ্ড:** ▪ মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন। ▪ নীতি প্রণয়ন শক্তিশালীকরণ। ▪ ব্যবস্থাপনা নীতি শক্তিশালীকরণ। ▪ পরিকল্পনা সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ। ▪ প্রাথমিক অধিদপ্তর যোগাযোগ উন্নতকরণ। ▪ একাডেমিক তত্ত্বাবধান বৃদ্ধি/শক্তিশালীকরণ।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	সংস্থা গৃহীত কর্মকাণ্ড
৬.	জেলাভিত্তিক শিখন কৌশলের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন Primary Education Development Through Intensive District Approach to Learning (IDEAL) UNICEF, Aus aid, WUSC (১৯৯৬-২০০১)	(১৯৯৬-২০০১) মেয়াদী	**গৃহীত কর্মকাণ্ডঃ** ▪ স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন। ▪ বহুমুখী শিক্ষণ শিখন পদ্ধতি প্রশিক্ষণ। ▪ মিনা ও মা সমাবেশের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি। ▪ শিক্ষার অভিযান।
৭.	সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প CPEP (Comprehensive Primary Education Project)	(১৯৯৭-২০০০) মেয়াদী	**গৃহীত কর্মকাণ্ডঃ** ▪ শিক্ষক উন্নয়ন। ▪ সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ৪২০০ শিক্ষকের শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী সরবরাহ। ▪ সামাজিক সচলতা সৃষ্টি।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি- ১ এর অধীনে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিকের মান উন্নয়ন ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন ও সম্পন্ন করা হয়েছে।

খ. দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP- 2):

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ২০০৫ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি- ২ কাজ শুরু করে। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম ধাপ। এক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনকে অধিক গুরুত্বে এনে, সাম্প্রতিককালে শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তির বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি একটি সমন্বিত কার্যক্রম। যার অধীনে ১৯টি প্রকল্প আলাদাভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নেতৃত্বে অধিদপ্তরের এক এক জন পরিচালক পৃথক পৃথকভাবে এই কার্যক্রমের বিভাগগুলোর দায়িত্ব পালন করেন।

এটি একটি সহ-অর্থায়ন কার্যক্রম। যার ৬৪% ভাগ অর্থ বাংলাদেশ সরকার এবং বাকি ৩৬% ভাগ উন্নয়ন অংশীদারেরা যোগান দেন। উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে– এডিবি (ADB), ডিএফআইডি (DFID), আইডিএ (IDA), ইসি (EC), নোরাড (NORAD), সিডা (CIDA), জাইকা (ZICA), ইউনিসেফ (UNICEF) ও নেদারল্যান্ড সরকার। কার্যক্রমের মোট ব্যয় ধরা হয় ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

পিইডিপি- ২ (PEDP- 2) এর উদ্দেশ্য

- শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন করা।
- শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রবেশ উপযোগী করে তোলা।
- ভর্তির হার, উপস্থিতির হার এবং শিক্ষা সম্পন্নের হার বৃদ্ধি করা।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে সমন্বিত করা।
- সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- সকল স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ।
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন, কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।
- মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে স্কুল পর্যায়ে সাংগঠনিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।
- বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের ভৌত পরিবেশ, শিখনের উপাদান ও শিক্ষাক্রমের মান উন্নয়ন।

- নেপ, পিটিআই, চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ, প্রধান শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ।
- স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের হার বৃদ্ধি করা।

প্রাথমিক স্তরের প্রকল্পসমূহের প্রভাব বা প্রতিফলন

আগামী ২০২১ সালের নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে–

প্রাথমিক শিক্ষার নিট ভর্তির হার ১০০% অর্জন, স্তরভিত্তিক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু, নিরক্ষরতা মুক্ত বাংলাদেশ ও বেকারত্বের হার হ্রাস (৪০%–১৫%), দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১–২০১৫ অর্থবছর) জুন- ২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬–২০২০ অর্থবছর) জুলাই-২০১৫ থেকে শুরু হয়ে জুন-২০২০ এ সমাপ্ত করণের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর

মাধ্যমিক শিক্ষা শিক্ষাস্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের জনগণের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ শিক্ষা সমাপ্ত করে কর্মজীবনে প্রবেশ করে অর্থাৎ এটি তাদের জন্য একটি প্রান্তিক শিক্ষা। আবার কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করে।

বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার নীতিমালা নির্ধারণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আর তা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং কিছু অঙ্গ সংগঠন। যেমন–

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড (NCTB)।
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।
- নিরীক্ষা পরিদর্শন অধিদপ্তর।
- আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস।

সুপরিকল্পিত শিক্ষাক্রম, যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশের উপর শিক্ষার গুণগতমান নির্ভরশীল। তাই এক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে যা বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে থাকে। নিম্নে মাধ্যমিক স্তরে গৃহীত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো–

সারণী: ৭.৪.২: মাধ্যমিক স্তরে গৃহীত প্রকল্প ও প্রতিস্থাপন

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	সহায়ক সংস্থা	সংস্থা গৃহীত কর্মকাণ্ড
১.	মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (SEDP) (ষষ্ঠ-১০ম শ্রেণি এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মান্নোয়ন)	১৯৯০	বাংলাদেশ সরকার ও ADB	▪ ১৯৭৭ সনের শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা। ▪ ১৯৮২-৮৩ সনের পাঠ্যপুস্তক উন্নত করা। ▪ শিক্ষক প্রশিক্ষণ জোরদার করা। ▪ ভৌত অবকাঠামো সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	সহায়ক সংস্থা	সংস্থা গৃহীত কর্মকাণ্ড
				▪ শিক্ষার মান উন্নয়ন। ▪ শিক্ষার্থীদের শিখনমান উন্নয়ন করা। ▪ নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সাথে পরিচিত করানো। ▪ প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রাথমিক শিক্ষক/ যোগ্যতা শক্তিশালী করা। ▪ SMC দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
২.	মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প (SESDP)	(১০ বছর মেয়াদী) (২০০০-২০১০)	বাংলাদেশ সরকার ADB	▪ মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের ব্যবস্থাপনা সংস্কার। ▪ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। ▪ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন। ▪ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কার। ▪ মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন। ▪ সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন। ▪ উপবৃত্তি বিতরণ।
৩.	SESIP- 1	(২০০০-২০০৫)		▪ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন।
৪.	SESIP- 2	২০০৭-		▪ উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা। ▪ সমতা ও অগ্রাধিকার প্রদান।
৫.	ELTIP (এলটিপ)	১৯৯৮ শুরু করে ২০১২ পর্যন্ত		▪ ইংরেজি শিক্ষকদের মান উন্নয়ন। ▪ ইংরেজি বিষয় শিক্ষকদের ২১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৬.	FSSAP/FSSAP- II (ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিস্টাম্প প্রজেক্ট)	২০০১-২০০৭	বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক	▪ মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে কাজ করা। ▪ নারী শিক্ষার প্রাধান্য ও গুরুত্বারোপ। ▪ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পক্ষকালব্যাপী বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া।
৭.	PROMOTE (প্রমোট) (Prog. to motivate, Train and Employ Female Teachers in Rural Secondary School)	১৯৯৭-২০০৫ সাল পর্যন্ত	E.C	▪ গ্রামীণ এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকের অংশগ্রহণ বাড়ানো, মহিলা শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে (দক্ষতা বিকাশে) সহায়তা করা।
৮.	TQI-SEP (Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project) মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষণ মানোন্নয়ন প্রকল্প	২০০৫-২০১১	বাংলাদেশ সরকার ADB	▪ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন। ▪ সুশিক্ষিত পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি। ▪ শিক্ষণের মান উন্নত করা। ▪ কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। ▪ অব্যাহত পেশাগত উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (CPD)।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	সহায়ক সংস্থা	সংস্থা গৃহীত কর্মকাণ্ড
				▪ কর্মকর্তাদের উন্নয়ন। ▪ দেশীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ। ▪ গবেষণাকর্ম। ▪ প্রশিক্ষণ কর্মশালা। ▪ সুযোগ সুবিধা উন্নতকরণ। ▪ নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন। ▪ অনুদান, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন প্রদান।
৯.	TQI-SEP-II			▪ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ। ▪ পেশাগত ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ প্রদান। ▪ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান। ▪ ইংরেজি বিষয় শিক্ষকদের ২১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ। ▪ বিদ্যালয় প্রধানদের ২১ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ। ▪ শিক্ষক প্রশিক্ষকদের TOT প্রশিক্ষণ। ▪ বিএড প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের ৯ মাস ও ৩ মাস ব্যাপী (STC) সেকেন্ডারী টিচিং সার্টিফিকেট কোর্স প্রশিক্ষণ। ▪ জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ। ▪ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ইনক্লুসিভ (Inclusive) শিক্ষা বিষয়ে সচেতনতা প্রশিক্ষণ। ▪ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অবকাঠামোগত মান উন্নয়ন। ▪ শিক্ষক প্রশিক্ষদের বিদেশে প্রশিক্ষণ। ▪ ICT বিষয়ে প্রশিক্ষণ। ▪ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ। ▪ শ্রেণি শিক্ষকদের ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ। ▪ বিএড শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ। ▪ বিভিন্ন ট্রেনিং ম্যানুয়েল তৈরিকরণ। ▪ M-লানিং (মোবাইল লানিং) পদ্ধতির ব্যবহার।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের যুব সমাজ এই স্তরে শিক্ষা গ্রহণের পর কর্মজীবনে প্রবেশ করে এবং বিশেষ একটি অংশ উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ করে। যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা ও অবদান রাখে।

অতএব এক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক ১৯৯০ দশকে "হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট" (HSEP) গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণে গুরুত্বারোপ ছাড়াও শিক্ষকগণের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রথম বারের মতো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নে উল্লেখিত চ্যালেঞ্জসমূহ গৃহীত এবং বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যেমন-

- প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ দেওয়া হয়;
- উচ্চ শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ;
- ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণ;
- প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে দক্ষতার উন্নয়ন;
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা বৃদ্ধিকরণ;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রমের আধুনিকায়ণ, বিস্তরণ এবং শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ;
- ICT বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বিস্তরণে পদক্ষেপ গ্রহণ
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং ল্যাব প্রতিষ্ঠাকরণ।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়–

- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার কৌশল, শিক্ষার মান অর্জন,
- গুণগত মানের পাশাপাশি সংখ্যাগত পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ,
- গবেষণা ও প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ,
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয় ও শক্তিশালীকরণ,
- লাইব্রেরি ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা,
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

সুতরাং মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় এক্ষেত্রে ন্যূনতম সাফল্য অর্জন করলেও এক্ষেত্রে আরো অগ্রগতি প্রয়োজন। অন্যথায় বাংলাদেশ বৈশ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ হবে। ফলশ্রুতিতে অর্থনীতিতে ও কুটনীতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গুণগত শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র–
   ক. বিদ্যালয়
   খ. বিদ্যালয় প্রশাসন
   গ. মৌলিক শিক্ষার বিকাশ ও মান উন্নয়ন
   ঘ. প্রশিক্ষিত শিক্ষক

২. শিক্ষার স্তম্ভ–
   ক. ৩টি
   খ. ৫টি
   গ. ৮টি
   ঘ. ৪টি

৩. বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে–
   ক. শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টা
   খ. পরিমাণগত ও গুণগত মানের প্রতি
   গ. প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন
   ঘ. প্রশাসনিক কার্যক্রম জোরদারকরণ

৪. বিদ্যালয় পরিচালনার নীতিমালা নির্ধারণ করে–
   ক. মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
   খ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
   গ. বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি
   ঘ. প্রতিষ্ঠান প্রধান

উত্তরমালাঃ ১. গ, ২. ঘ, ৩. খ, ৪. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সংগঠনগুলোর নাম লিখুন।
২. শিক্ষার গুণগত মান কোন্ কোন্ বিষয় নির্ভরশীল।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত ৪টি প্রকল্পের নাম উল্লেখপূর্বক অর্জন সম্পর্কে লিখুন।
২. ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাতের উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পগুলোর নাম ও এর আইন উল্লেখ করুন।